চরমোনাই পীরকাহিনী

বাংলাদেশে অনেক রকমের ব্যবসা আছে। সব ব্যবসার জন্য পুঁজি বা মূলধনের প্রয়োজন। একটি মাত্র ব্যবসা আছে যার জন্য সেই অর্থে পুঁজি বা মূলধনের প্রয়োজন হয় না। সেটির নাম ‘পীর ব্যবসা’। এ ব্যবসার পুঁজি বা অর্থ হলো ‘ধর্ম’। সব ব্যবসায় লাভের পাশাপাশি লোকসানের সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু পীর ব্যবসায় লোকসানের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ধর্মকে ব্যবহার করে একশ্রেণীর মানুষ নিজেদের ‘পীর’ হিসেবে প্রচার করে। ধর্মপ্রাণ সাধারণ জনমানুষের একটি বড় অংশ এই প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়। টাকা-পয়সা নিয়ে ছুটে যায় পীরের দরবারে। আটরশি, চরমোনাই, দেওয়ানবাগী... সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই কথা।

ধর্মকে ব্যবহার করে এরা গড়ে তোলে বিপুল সম্পদ। পীরের সন্তানেরা যাপন করে বিলাসী জীবন। তাদের জীবনে ধর্মের কোনো স্থান থাকে না। এই পীর ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে যেকোনো কাজ করতে পারে। নিজের মাকে বিতাড়িত করতে পারে বাড়ি থেকে, ভাইদের বঞ্চিত করতে পারে সম্পদের অধিকার থেকে। গড়ে তুলতে পারে সন্ত্রাসী বাহিনী।

এই সবগুলো অভিযোগ এখন আলোচিত হচ্ছে চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিমের বিরুদ্ধে। এই একজন পীরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ থেকে পীর ব্যবসার একটি চিত্র পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে ব্যবসার নামে ধর্মকে ব্যবহার করে এরা কী করছে আর কী করতে পারে...।

রিপোর্ট : **মঈন শামীম**

চাঁদপুর জেলার উজানী এলাকার পীর মরহুম কারি মাওলানা ইব্রাহিমের কাছ থেকে ১৯৪৬ সালে খেলাফত লাভ করেন মাওলানা সৈয়দ এছহাক। এই মাওলানা এছহাক পরবর্তীতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন, মাওলানা জহুরুল হক, মাওলানা আব্দুল হাইসহ আরো কয়েকজন সাগরেদ নিয়ে বরিশাল সদর থানার কীর্তনখোলা নদীর উত্তর-পূর্ব কোণে চরমোনাইতে দরবার গঠন করেন। ঢাকা থেকে লঞ্চে বরিশাল স্টেশনের ৫ কিলোমিটার আগে এ চরমোনাই দরবারের অবস্থান। ১৯৭৩ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত-আশেকান সৃষ্টির মাধ্যমে মাওলানা এছহাক দরবার পরিচালনা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি কাউকে খেলাফত বা মনোনয়ন না দিয়ে ১৭ জনের ‘শুরা’ কমিটির ওপর পরবর্তী দায়িত্বভার সোপর্দ করেন। শুরা সদস্য মাওলানা জহিরুল হক, অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন আনসারীসহ অন্যরা আর কাউকে উপযুক্ত না পেয়ে ১৯৭৩ সালে মাওলানা এছহাকের দ্বিতীয় ছেলে ৩৬ বছর বয়সের মাওলানা ফজলুল করিমকে ভারপ্রাপ্ত ‘পীর’ হিসেবে দরবার পরিচালনার দায়িত্ব দেন। ফজলুল করিম পর্যায়ক্রমে তার পছন্দের লোকদের ছাড়া বাকিদের দরবার থেকে সরিয়ে দেন। আশির দশকেই পীর ফজলুল করিম সারা দেশে মুরিদ জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন।

রাজনীতিতে পদার্পণ

এ সময় তিনি হাফেজ্জি হুজুরের ফেলাফত আন্দোলনেও যোগ দেন এবং এক পর্যায়ে তার কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন। কিন্তু নেতৃত্বের কোন্দল এবং অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে হাফেজ্জি হুজুর তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে খেলাফত প্রত্যাহার করে নেন। রাগে, দুঃখে এবং আমির হওয়ার ইচ্ছায় মাওলানা ফজলুল করিম নিজেই ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ ‘ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পীর ফজলুল করিমের রাজনীতিতে পদচারণা তখন জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। জামায়াতিরা তাদের সমর্থিত মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে পীর ফজলুল করিমের রাজনৈতিক পদচারণাকে যথেষ্ট প্রচার দেয়। তিনিও জামায়াতের সঙ্গে আঁতাত-ঐক্যের চেষ্টা করেন। তবে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে তা কখনো হয়ে

ওঠেনি। তার দল ইসলামী ঐক্যজোটের (শায়খুল হাদিস) সঙ্গে মিনার প্রতীক নিয়ে ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে দুই-দুবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও কোনো আসন তো পায়ইনি বরং প্রায় সবগুলো আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সর্বশেষ ২০০১ সালে স্বৈরাচার এরশাদের সঙ্গে জোট করে নিজ প্রতীক বিসর্জন দিয়ে লাঙ্গল নিয়ে নির্বাচন করেন। সেবারও তার দলের ভরাডুবি হয়। এতো কিছুর পরও তিনি বর্তমানে বেশ আলোচিত ও সমালোচিত ব্যক্তি। আগামী নির্বাচনে তিনি দেশের বড় দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির যেকোনো একটির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতার অংশীদার হতে চাচ্ছেন।

জমজমাট পীর-মুরিদ ব্যবসা

রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও পীর-মুরিদি কারবারেই ফজলুল করিমের সাফল্য ব্যাপক। প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের ১, ২, ৩ এবং ফাল্গুন মাসের ১২, ১৩,

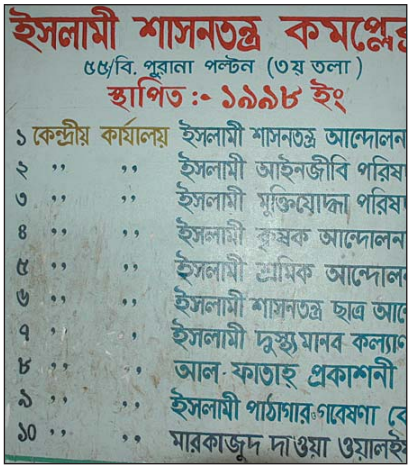

নোয়াখালী টাওয়ারে পীরের ১০ অফিস

মদিনা শপিং কমপ্লেক্সে পীরের শেয়ার ৩০%

‘আমার খোঁজ-খবর নেয়া তো দূরের কথা- স্বামীর মৃত্যুর পর আমাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে...’

আমেনা বেগম
চরমোনাই পীরের মা

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার ছেলে মাওলানা ফজলুল করিম সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

আমেনা বেগম : আমি যখন পীর মাওলানা এছহাকের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে চরমোনাই যাই, তখন ফজলুল করিমের বয়স ২২ বছর। আমি তাকে একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক হিসেবে দেখি। পরবর্তীকালে সে আমার ছেলেদের ওপর অত্যাচার করতো, আমার ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করতো। তার বাবা মাওলানা এছহাক তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আফসোস করে বলতেন, হায়! এ ছেলে কীভাবে আমার ঘরে জন্ম নিলো? তিনি ফজলুল করিমের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু মাওলানা জহুরুল হক সাহেবের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তা করেননি।

২০০০ : পীর ফজলুল করিম কী আপনার খোঁজ-খবর নেন?

আমেনা বেগম : ফজলুল করিম নিজেকে পীর দাবি করলেও ইসলামের দৃষ্টিতে মায়ের অধিকার কী, তা সে জেনেও কখনো আমল করেনি। আমার খোঁজ-খবর নেয়া তো দূরের কথা, স্বামীর মৃত্যুর পর আমাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। আমি যখন স্বামীর সহযোগিতায় নারীশিক্ষার বৈঠকের আয়োজন করেছি, সে তাতে বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি করতো। মহিলারা যাতে সেখানে না আসে সেজন্য সে ইট-পাটকেল দিয়ে ঢিল মারতো, সাপ ও মল ছুঁড়ে মারতো। রাতে আমার ঘরের সামনে দলবেঁধে মল ত্যাগ করে যেত। গাছের চারা উপড়ে ফেলতো, গাছের ফলফলাদি ছিঁড়ে ফেলতো। পেটের সন্তান না হলেও মা হিসেবে আমি অভিশাপ দিইনি বরং হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি।

২০০০ : আপনি চরমোনাই ছেড়ে ঢাকা এলেন কেন?

আমেনা বেগম : ‘বল্লায় (ভিমরুল জাতীয়) কামড়াইলে তারা এহানে কয়দিন টিকবে।’ এ কথা ফজলুল করিমের মুখ থেকেই আসে। বিষয়-সম্পত্তি এবং দরবারে নিজের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় আমার ছেলেরা যাতে অন্তরায় না হয় সে জন্য সে আমার সন্তানদের হত্যা করার চেষ্টা চালায়। আমার ঘরে লুটপাট চালায়। ফজলুল করিমের ছেলে মোস্তাক আমার ঘরে বোরকা পরে ঢুকে পাঁচ-ছয় ভরি সোনাসহ মূল্যবান মালামাল নিয়ে যায়। ঘরের প্লেট, কাপ-পিরিচসহ অনেক জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। আরেক ছেলে মোসাদ্দেক আমার মেজ ছেলে ৯ বছরের কাওসারের হাত ভেঙে ফেলে। এসব অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমি শিশুসন্তানদের নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে বাপের বাড়ি নোয়াখালী চলে যাই। পরে নিজের টাকায় কেনা ঢাকার গোপীবাগে ২ কাঠা জায়গায় বাড়ি করে চলে আসি।

২০০০ : আপনার স্বামীর অসিয়তনামার বিরুদ্ধে ফজলুল করিম যে মামলা করেছিল, সে বিষয়ে কিছু বলুন।

আমেনা বেগম : আমার স্বামীর অসিয়তনামা এবং আমার নিজ নামে যে জায়গাগুলো ছিল, ফজলুল করিম তার বিরুদ্ধে মামলা করে। কিন্তু মাননীয় আদালত অসিয়তনামা বহাল রাখেন এবং ফজলুল করিম মামলায় সম্পূর্ণ হেরে যায়। এরপর থেকে সে এবং তার সন্তানরা আমার এবং আমার সন্তানদের ওপর হত্যাচেষ্টাসহ নানা নির্যাতন চালায়। আমার ভাই হোসাইন আহমদ আমার গোপীবাগের বাড়ি তৈরিতে সহযোগিতা করায় তাকে অপহরণ করে মিরপুরে নিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায়।

১৪ তারিখে চরমোনাইর দরবারে বার্ষিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে ২০ থেকে ৩০ লাখ লোকের সমাগম হয়। এই বিশালসংখ্যক ভক্ত-মুরিদ ৫, ১০ টাকা থেকে শুরু করে হাজার হাজার টাকা নগদে এবং তোহফার মাধ্যমে হাদিয়া প্রদান করে। ২০ লাখ লোক এক মাহফিলে মাথাপিছু গড়ে ২০ টাকা করে দান করলেও ৪ কোটি টাকা হয়। দুটি মাহফিলে বছরে আয় ৮ কোটি টাকা। চরমোনাই মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার গরিব

ছাত্রদের নামে এ টাকা সংগ্রহ করলেও সামান্য অংশই ব্যয় হয় এর পেছনে। বড় অংশই চলে যায় পীরের ব্যক্তিগত তহবিলে। এ দুই মৌসুম ছাড়াও প্রায় বছরজুড়ে চরমোনাইর পীর দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার মুরিদদের মাঝে ওয়াজ-নসিয়ত করে বেড়ান। প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলের জন্য তাকে দিতে হয় ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা। 'কম টাকা দিলে হুজুর অত্যন্ত রাগ করেন, পরে আর সেখানে ওয়াজে যান না।' -বললেন একজন মুরিদ। জানা গেছে, মৌসুম অনুযায়ী কোনো কোনো সময় প্রতিদিন ৩-৪টি মাহফিলেও তিনি ওয়াজ করেন। এভাবে দরবারি আয় এবং মাহফিল করা টাকা দিয়ে পীর ফজলুল করিম গড়ে তুলেছেন বিপুল পরিমাণ সম্পদ। জানা গেছে, রাজধানীর রামপুরায় উলন রোডে ৫ কাঠা জায়গার ৬ তলা দুটি বাড়ি, হাজি আবু সাইদের সঙ্গে রামপুরা সুপার মার্কেটের যৌথ মালিকানা, আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বদিকে নূরেরচালায় কয়েকশ বিঘা জমি এবং বনশ্রীতে দুটি বাড়ি ও কয়েকটি প্লট রয়েছে পীর ফজলুল করিমের। এছাড়া নিজ এলাকা বরিশালের হাটখোলায় মার্কেট ও মুদিমালের আড়ত, চরকাউয়া ও চরমোনাইতে কয়েক একর জমি, কালীগঞ্জ বানুরীপাড়ায় সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসের বাড়ির পাশের সৈয়দ ব্রিক ফিল্ডসহ কয়েকটি ইটের ভাটা এবং ভোলা ও কুয়াকাটায় কয়েকশ একর জমিসহ নামে-বেনামে বহু সম্পদের মালিক তিনি।

১৯৯৯ সালে ঢাকার পল্টনে নোয়াখালী টাওয়ারের মালিক হাজি দীন ইসলামের চাচাতো ভাই ওসমান গণির সঙ্গে যোগসাজশে জাল চুক্তির মাধ্যমে তৃতীয় তলার প্রায় ৫ হাজার স্কয়ার ফিটের একটি ফ্লোর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের

'ফজলুল করিম শতাধিক কোটি টাকার মালিক। আমাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে...'

সাইয়েদ ফিরদাউস বিন এছহাক

চরমোনাই পীরের ছোট ভাই

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা চরমোনাই পীর ফজলুল করিমের ছোট ভাই, আপনাদের সঙ্গে বর্তমান পীরের সম্পর্ক কেমন?

সাইয়েদ ফিরদাউস বিন এছহাক : আব্বাজানের ইন্তেকালের সময় আমাদের বয়স ছিল যথাক্রমে ৯, ৬ ও ৩ বছর। বড় ভাই ফজলুল করিমের বয়স তখন ৩৬ বছর। বড় ভাই হিসেবে তিনি আমাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন না করে বরং সাঙ্গোপাঙ্গ দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালান। আমাদের তিনি তার জাতশত্রু হিসেবে গণ্য করেন। চরমোনাইর মাহফিলে লাখ লাখ লোকের সামনে আমাদের নানা অপবাদ দিয়ে নিন্দা করেন। আর নিজের ছেলেদের 'সোনার ছেলে' বলে প্রশংসা করেন। আমাদের তিন ভাইকে তিনি দরবার থেকেও তাড়িয়ে দেন।

২০০০ : অভিযোগ আছে, পীর সাহেব আপনাদের ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন।

ফিরদাউস : শুধু উচ্ছেদ নয়, আব্বাজানের ইন্তেকালের পর থেকে নানা নির্যাতন চালিয়ে আমাদের তিনি অতিষ্ঠ করে তোলেন। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ছোট ভাই রিদওয়ানকে কিলঘুষি দিয়ে রক্তাক্ত করে, আমাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। আমাদের বাড়িটি মাঠ সম্প্রসারণের নামে ভেঙে ফেলে। পরবর্তীতে আমি যে বাড়ি করি, তাও বড় ভাইর বাড়ির দক্ষিণে হওয়ায় বাতাস না লাগার অজুহাতে তিনি তা দখল করেন নেন। কওমি মাদ্রাসার পেছনে রিদওয়ানের বাড়ি দখল করেন এবং কাওছারের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। আমরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে এখন এলাকায় থাকতে পারি না।

২০০০ : আপনাদের তিনি কি পরিমাণ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন?

ফিরদাউস : পিতার মৃত্যুর সময় আমরা খুবই ছোট ছিলাম। তাই পৈতৃক সম্পত্তির সঠিক পরিমাণ আমাদের জানা নেই। বর্তমানে আমাদের জানামতে, প্রায় ৫০ একর স্থাবর সম্পত্তির মালিক আমরা। কিন্তু বাড়ির জমিসহ মাত্র দুই একর জায়গা আমাদের দখলে আছে। বাকি প্রায় ৪৮ একরই আমাদের বড় ভাই নামধারী পীর ফজলুল করিম এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জবরদখল করে আছেন। বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী এ সম্পদের দাম প্রায় ৩ কোটি টাকা। আমরা এতিম শিশু ছিলাম বিধায় বড় ভাই আমাদের এ বিশাল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন।

সাইয়েদ কাওছার বিন

সাইয়েদ রিদওয়ান বিন

২০০০ : আপনাদের পিতার সম্পত্তি, দরবার এবং মাদ্রাসার টাকা ও আয়-ব্যয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

ফিরদাউস : আব্বাজানের স্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৫-৬ কোটি টাকা। তার গড়া দরবার থেকে বার্ষিক আয় ৪-৫ কোটি টাকা। ভক্ত-মুরিদদের কাছ থেকে ফজলুল করিম আল্লাহ্-রসুলের দোহাই দিয়ে এ টাকা গ্রহণ করেন। এ টাকা তিনি একাই ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করেন। মাদ্রাসার জন্যও বছরে ৩-৪ কোটি টাকা ভক্ত-মুরিদদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। তাও পীর ফজলুল করিম এবং তার সন্তানরা ভোগ করছেন। মাদ্রাসার ফান্ড থেকে নিজের লোকজনকে লাখ লাখ টাকা ব্যবসার জন্য দিয়েছেন, যার অধিকাংশই অনাদায়ী। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করলে এবং দক্ষ অডিটর দিয়ে অডিট করালে আরো অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

২০০০ : তাহলে আপনাদের পিতার অসিয়ত অনুযায়ী সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা হয়নি?

ফিরদাউস : আমাদের আব্বাজান চরমোনাইর মূল পীর মাওলানা সাইয়েদ এছহাকের মৃত্যুর পর যাতে নিজেদের মাঝে কেউ কারো ওপর জুলুম না করে, সে জন্য তিনি একটি সুন্দর অসিয়তনামা করে যান। কিন্তু বড় ভাই ফজলুল করিম অসিয়তের বিরুদ্ধে জজকোর্টে মামলা করে হেরে যান। তার পরও তিনি অসিয়ত অনুযায়ী ভাগবাটোয়ারা করেননি। অসিয়ত অনুযায়ী আব্বাজানের প্রদত্ত দুটি বাড়ি এবং অধিকাংশ সম্পত্তি আমাদের দখলে নেই। তাছাড়া অসিয়ত অনুযায়ী আমাদের তিন ভাইয়ের একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং অন্য দুই ভাইয়ের সেক্রেটারি হওয়ার কথা, তাও বাস্তবায়ন করা হয়নি।

এই সাক্ষাৎকার যখন নেয়া হচ্ছিল তখন ফিরদাউস বিন এছহাক ছাড়াও তার অন্য দুই ভাই কাওছার বিন এছহাক, রিদওয়ান বিন এছহাকও উপস্থিত ছিলেন। ফিরদাউসের মুখ দিয়ে যে কথাগুলো লেখা হলো সেগুলো অন্য দু'ভাইয়েরও কথা।

সহযোগিতায় জোরপূর্বক দখল করে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বর্তমানে সেখানে চরমোনাই পীরের ৮-১০টি ইসলামী সংগঠনের অফিস। এ ব্যাপারে হাজি দীন ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'স্বাধীন একটা দেশে একজন পীর কীভাবে অন্যের বাড়ি দখল করে। আর এ ব্যাপারে মিডিয়াগুলো একেবারে নিশ্চুপ থাকে কী করে!' অবশ্য ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অফিসে যোগাযোগ করা হলে চরমোনাই পীরের পক্ষ থেকে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, '৫০ লাখ টাকার চুক্তিতে ১ লাখ টাকা নগদ দিয়ে অফিসের জন্য আমরা এই তৃতীয় তলা ক্রয় করি।' হাজি দীন ইসলাম এ বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলা চলছে। তারা সেখানে চুক্তির কোনো মূল কপি দিতে পারেনি, জাল চুক্তিপত্র দেখিয়ে আমার বাড়ির মালিকানা দাবি করছে।'

আমেরিকান অ্যাম্বাসির বিপরীত দিকে নুরের চালায় পীরের কয়েকশ' বিঘা জমি

মাওলানা এছহাকের দ্বিতীয় স্ত্রী পীর ফজলুল করিমের সৎ মা আমেনা বেগমও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শিশুসন্তানসহ স্বামীর ভিটা চরমোনাইতে থাকতে না পেরে বাপের বাড়ি নোয়াখালীতে চলে যান। তখন বড় ছেলে ফেরদৌসের বয়স ১৪ বছর, মেজ ছেলে কাওছারের ১১ এবং ছোট ছেলে রিদওয়ানের ৮ বছর। এছাড়া তাদের বোন তাসলিমার বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। পরে ১৯৭৭ সালে ঢাকার গোপীবাগে নিজের টাকায় কেনা সম্পত্তির ওপর বাড়ি করে আমেনা বেগম চার সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। তিনি অভিযোগ করেন, পীর ফজলুল করিম তার সাঙ্গোপাঙ্গ দিয়ে তাকে এখানেও হুমকি-ধমকি দেন।

আমেনা বেগমের তিন ছেলেকেও পীর ফজলুল করিম, তার সন্তান ও সাঙ্গোপাঙ্গরা কম নির্যাতন করেননি। মৃত্যুর আগে মাওলানা এছহাক দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তিন ছেলেকে বাড়িঘর এবং সম্পত্তি অসিয়ত করে দিয়ে যান। তা থেকে বঞ্চিত করার জন্য অসিয়তনামার বিরুদ্ধে ঢাকার তৃতীয় অধস্তন জজের আদালতে ১৯৭৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে মামলা দায়ের করেন ফজলুল করিম। ১৯৯৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এ মামলা খারিজ হয়ে যায়।

অসিয়ত অনুযায়ী মাওলানা এছহাকের প্রথম পক্ষের বড় ছেলে মোবারক করিমকে ১টি বাড়ি, ছোট ছেলে ফজলুল করিমকে ১টি বাড়ি ও ৩টি পুকুর এবং তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আমেনা বেগমসহ তিন ছেলেকে ৩টি বাড়ি, ৭টি পুকুর ও ২৭টি বইয়ের রয়্যালিটি বণ্টন করা হয়। অসিয়তনামায় পীর সাহেবের বোট, লঞ্চ ও স্পিডবোটে পাঁচ ছেলের যৌথ মালিকানা থাকবে এবং তৃতীয় পক্ষের তিন ছেলের মধ্যে একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আর অন্য দু'জন মেম্বার থাকবে বলে নির্দেশনা দেয়া হয়। মাওলানা এছহাকের প্রথম পক্ষের ঘরে তিন মেয়ে বেগম, মুকুল ও আনোয়ারা; দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ঘরে দুই মেয়ে হুরেন নেসা ও মনিরা বেগম এবং শেষ পক্ষের মেয়ে তাসলিমার বিষয়ে দেখাশোনার জন্য অসিয়তনামায় ভাইদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

পশ্চিম রামপুরার উলন রোডে পাঁচতলা দুইটি বাড়ি

মামলায় হেরে গেলেও পীর ফজলুল করিম 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে মাহফিলের মাঠ ও মঞ্চ বানানোর অজুহাতে আপন ভাইদের জায়গা, বাড়িঘর দখল করে নেন। এর বিরুদ্ধে বৈমাত্রেয় তিন ভাই ভূমি জরিপ বিভাগ বরিশাল এবং ভূমি জরিপ অধিদপ্তর ঢাকায় ৩১ ধারায় সংশোধনী মামলা দায়ের করেন। সেই মামলা এখনো চলছে।

সন্ত্রাসী লালন

পীর ফজলুল করিম নিজকে ছাড়া অন্য কাউকে এ জগতে সহ্য করেন না। এ জন্য তিনি সবাইকে বাতিল এবং কাফের ফতোয়া দেন, মেতে ওঠেন হিংস্র উন্মাদনায়। যখন দেখেন তার সমকক্ষ কোনো

পীর গজিয়ে উঠছেন, তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, নিজ মুরিদ ঐ পীরের দলে ভিড় জমাচ্ছে; তখন তিনি ক্রোধে দিশেহারা হয়ে যান। এভাবেই তিনি ২০০২ সালে দেওয়ানবাগী পীরের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে তাঁর লোকদের উসকে দেন। দুই পীর আর তার মুরিদদের লড়াইয়ে সেবার প্রাণ হারায় বেশ কিছু লোক।

চরমোনাইর বর্তমান পীর ফজলুল করিমের ছেলেদের বিরুদ্ধেও সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে। এলাকার কেউ এই পীরের বিরুদ্ধে কিছু উচ্চারণ করতে সাহস করেন না। মাহফিলের সময় লাখ লাখ লোকের পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে। এলাকাবাসী মুখ বুজে সব সহ্য করেন। মাহফিলে কেউ যদি পীর বা তার পর্ষদের কোনো অপকর্মের কথা বলার চেষ্টা করেন, তাদের জুতাপেটা করে এবং নানা ধিক্কার দিয়ে মাহফিল থেকে বের করে দেয়া হয়।

পীরের সাগরেদরা ২০০১ সালের ১ এপ্রিল নির্বাচন চলাকালীন বরিশালের মেয়র সারওয়ারের ওপরও হামলা করেছিল।

পীর ফজলুল করিমের দুই স্ত্রী। দ্বিতীয় পক্ষের পাঁচ ছেলে। এদের মধ্যে মেজ ছেলে ফয়জুল করিম পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দম্ভভরে নিজেকে জাহির করেন। সম্প্রতি তিনি জনসম্মুখে পীরের বিরুদ্ধে কেউ কিছু উচ্চারণ করলে জিহবা টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন বলে হুমকি প্রদান করেন। বড় ছেলে রেজাউল করিম, সেজ ছেলে জিয়াউল করিম এবং চতুর্থ ছেলে আবুল খায়ের এলাকার সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এরা ঢাকায় চরমোনাই পীরের বিভিন্ন সংগঠনও দেখাশোনা করেন। অভিযোগ রয়েছে, আবুল খায়ের বোমা তৈরিতে পারদর্শী এবং চরমোনাই মাদ্রাসায় বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা লোকজনকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া ছোট ছেলে নূরুল করিম মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে। এদের একমাত্র বোন আছিফা লন্ডনে স্বামীর সঙ্গে থাকে।

তবে পীর ফজলুল করিমের প্রথম পক্ষের দুই ছেলে মোস্তাক বিল্লাহ ও মোসাদ্দেক এখন এ ধরনের কোনো কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত নেই বলে জানা গেছে।

রামপুরায় হাজি আবু সাঈদের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় পীরের এই মার্কেট

ÔZv‡`i m‡½ Avgvi mm¤úK †bB... Z‡e Kxfv‡e Rjg Kijvg, m¤ú` †_‡K eÂZ Kijvg †mUv eS‡Z cviwQ bvÕ

ফজলুল করিম
চরমোনাই পীর

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন
শরীফ খিয়াম, *বরিশাল থেকে*

চরমোনাইর বর্তমান পীর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আমির সৈয়দ মাওলানা ফজলুল করিম স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রায়ই নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন। কখনো জামায়াতে ইসলামী, আবার কখনো ভারত, আমেরিকা বা ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তব্য দিয়ে, কখনো বা এরশাদের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করে, কখনো অন্য পীরদের সঙ্গে, এমনকি নিজের ভাইদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে, সর্বোপরি সরকারের কঠোর সমালোচনায় সদা তৎপর থেকে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তিনি।

কোরবানির ঈদের দিন সন্ধ্যায় চরমোনাই পীরের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তার বড় ছেলের সঙ্গে স্থানীয় এক সিনিয়র সাংবাদিকের বহুদিনের জানাশোনা ও সুসম্পর্ক থাকার বদৌলতে এ সাক্ষাতের সুযোগ মেলে।

পোর্ট রোড ট্রলারঘাট থেকে যাত্রীবাহী ট্রলারে করে টানা ৩০ মিনিট কীর্তনখোলা পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হয় উত্তরের পাড়ে। সেখান থেকে ভাড়ায় চলা মোটরসাইকেল (স্থানীয় নাম টানা গাড়ি) বা ট্রলার-টেম্পোতে (স্থানীয় নাম টমটম) চড়ে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছানো যায় চরমোনাই পীরের দরবারে। বরিশাল নগরী থেকে দরবারে আসার এটাই সবচেয়ে সহজ পথ বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এশার নামাজের পর। তার বড় ছেলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ মাওলানা রেজাউল করিম হুজরাখানায় নিয়ে যান আমাদের। এ সময় পীর সৈয়দ ফজলুল করিম ছাড়াও হুজরাতে ছিলেন রেজাউল করিমের শিশুপুত্র ও তাদের তিন নিকটাত্মীয়।

হুজরায় ঢুকে পরিচয়পর্ব শেষে সাপ্তাহিক ২০০০-এর একটি সংখ্যা পীর সাহেবের হাতে তুলে দেওয়ার পরক্ষণেই তার জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন কি লেইখা আনছেন? জানালাম, ছকবাঁধা কোনো জিজ্ঞাসা নেই। বিভিন্ন বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করতে চাই। হাতে থাকা ২০০০-এর পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি বলেন, ঠিক আছে, শুরু করেন।

সাপ্তাহিক ২০০০ : চরমোনাই দরবার শরিফ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে একটু সংক্ষেপে বলবেন?

চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিম : এ দরবারের ইতিহাস তো বহু পুরনো। আমার নানাজান সৈয়দ মাওলানা আঃ জব্বার ওরফে আহসান আলী আমার জন্মের বহু আগে, সম্ভবত ১৩৩০ সালের (বঙ্গাব্দ) দিকে এই

দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চরমোনাইতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ পীর ফজলে দেওবন্দ কর্তৃক খেলাফতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি। তার একমাত্র সন্তান ছিলেন আমার মা। তাই নানাজানের মৃত্যুর পর এই দরবার শরিফের দায়িত্ব এসে চাপে আমার আব্বা সৈয়দ মোঃ এছহাকের কাঁধে। তারও জন্ম এই চরমোনাইতেই। চাঁদপুরের উজানী দরবার শরিফের পীর কারি ইব্রাহিমের কাছ থেকে খেলাফত পেয়েছিলেন তিনি। ১৩৮০ বঙ্গাব্দে আব্বাজানের মৃত্যুর পর তার অসিয়ত অনুযায়ী আমি এখানকার পীর হই।

২০০০ : বর্তমানে এ দেশে আপনার তরিকার মুরিদ বা অনুসারীর সংখ্যা কত হবে?

চরমোনাই পীর : আনুমানিক ১ কোটি। এর বেশিও হতে পারে, আবার কমও হতে পারে।

২০০০ : আপনার ভাইবোন আছেন কতজন?

চরমোনাইর পীর : আমরা আপন দুই ভাই। এর মধ্যে আমিই বড়। এছাড়া আব্বাজান আরো দুটি বিয়ে করেছিলেন। তার মাঝের ঘরে আমার দুই বোন এবং শেষের ঘরে তিন ভাই ও এক বোন আছে।

২০০০ : তাদের সঙ্গে কি আপনার পীরালি নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব রয়েছে? মানে, আপনার এই ভাই, বোন-জামাই, ভাতিজা বা ভাগ্নে এদের কেউ কি কখনো পীরত্বের দাবি তুলেছেন?

চরমোনাই পীর : না, এমন ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটেনি। তাদের অনেকের সঙ্গেই আমার সুসম্পর্ক নেই, তবে তারা কেউ এসে পীরত্বের দাবি তোলেনি কখনো।

২০০০ : আপনার সৎভাই সৈদ আসির আহমেদ কাওসারের সঙ্গে আপনার জমিজমা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিয়ে ইদানীং বেশ আলোচনা হচ্ছে। আপনার বিরুদ্ধে জমি জবরদখল, এমনকি জুলুমের অভিযোগ উঠেছে। মূলত এ দ্বন্দ্বের কারণ কী?

চরমোনাই পীর : এখানে আমি হিংসা ছাড়া অন্য কোনো কারণ দেখি না। আমি তাদের প্রতি কী ধরনের জুলুম করেছি তাও বুঝতে পারছি না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের এ পর্যায়ে হন্তদন্ত হয়ে হুজরাতে প্রবেশ করেন এক প্রৌঢ়। তিনি পীর সাহেবকে বলেন, হুজুর, খবরে শুনলাম আপনার সৎ ভাইয়েরা আপনার বিরুদ্ধে আবার মামলা করছে। কোন কোন পত্রিকায়ও নাকি আসছে এ খবর। শুনে পীর সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে যান। পরে তিনি বলেন- ভালোই তো, কুৎসা রটানোর চেয়ে আইনের পথে আগানোটাই সম্মানজনক। এ সময় তিনি তার বড় ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেন, ফয়েজকে (পীরের মেজ ছেলে সৈয়দ মোঃ ফয়জুল করিম) ঘটনাটা জানাও। একটু খোঁজ-খবর নিতে কও। এরপর আবার আলাপ শুরু করেন তিনি।

চরমোনাই পীর : হ্যাঁ, বলেন।

২০০০ : কিন্তু তারা তো আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছে। আপনার মা বলেছেন, তাকে আপনি বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন।

চরমোনাই পীর : তাদের পেছনে রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে। দেখেন না, তাদের বিবৃতি 'নয়া দিগন্ত' আর সংগ্রামে'-ই বেশি ছাপা হয়। আসলে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে এসব করা হচ্ছে। এসবের নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। আমার ঐ ভাইয়েরা নিজেদের জামায়াতে ইসলামী বলে পরিচয় দেয়। তারা দাবি করে, আব্বাজানও নাকি জামায়াতের সমর্থক ছিলেন।

২০০০ : হ্যাঁ, এমন তো আরো অনেক কিছু শোনা যায়। আপনার পিতা ও আপনি নাকি জামায়াতের এক প্রার্থীর পক্ষে মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদীর সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছিলেন?

চরমোনাই পীর : এমন একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায়ও লেখালেখি হয়েছে। তবে সবই ভুল। আমরা কখনো সাঈদীর সঙ্গে কোনো নির্বাচনী প্রচারণায় যাইনি। আব্বাজান একসময় নেজামে ইসলামীর সমর্থক ছিলেন। তখন একবার কয়েকটি ইসলামী দল নিয়ে একটি জোট করা হয়েছিল। ঐ জোটের এক প্রার্থীর পক্ষে সেই ১৯৬৯-এ নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছিলাম আব্বাজান ও আমি। তখন সাঈদী ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। তাছাড়া যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন সাঈদী হয়তো ছাত্র ছিল। আসলে আমরা কখনোই জামায়াতের সমর্থক ছিলাম না।

২০০০ : আপনাদের এই জামায়াতবিরোধী অবস্থানের কারণটা একটু ব্যাখ্যা করবেন?

চরমোনাই পীর : জামায়াতে ইসলামী মূলত কোনো ইসলামী সংগঠন নয়, এটি ইসলামের ঘোর শত্রুদের তাঁবেদার একটি সংগঠন। এ সংগঠন পথভ্রষ্টদের। এদের দ্বারা আজ অবধি ইসলামের কোনো উপকার হয়নি, ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদরা মনে করতেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী মার্কিনিদের দালাল ছিলেন। পাকিস্তানের এক বুজুর্গ, সম্ভবত আবদুল্লাহ দরখাস্তি বলেছিলেন- মওদুদীর মৃত্যুও হবে আমেরিকায়। হয়েছেও তাই। তাছাড়া ইরাক-কুয়েত ও ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় জামায়াতের রাজনৈতিক অবস্থান তাদের দালালীর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সর্বশেষ হ্যারি কে টমাসের বক্তব্যে জামায়াতের মার্কিন তাঁবেদারির প্রমাণ মেলে।

২০০০ : মাওলানা মওদুদী বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সব সরকারই ইসলাম ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করে।' এটা কি আসলেই ইসলামী ধারণা?

চরমোনাই পীর : এটা তার ব্যক্তিগত মতবাদ। ইসলাম কখনোই এ ধরনের ধারণা পোষণ করে না। ইসলাম চায় শান্তি। খাঁটি মুসলমানরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। পৃথিবীর অমুসলিম অনেক রাষ্ট্রও এই শান্তি কামনাই করে। এসব দেশের সরকারকে কখনোই ইসলাম ধ্বংস করতে চায় না।

২০০০ : বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জেএমবি, জেএমজেবি, হরকাতুল জিহাদসহ অন্য যেসব ইসলামী জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় রয়েছে, তারাও তো এ সরকার ব্যবস্থা ধ্বংস করে ক্ষমতায় আসতে চায়। এদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

চরমোনাই পীর : আসলে এসব সংগঠন সম্পর্কে আমার খুব একটা ভালো ধারণা নেই। হরকাতুল জিহাদ অবশ্য কুমিল্লায় আমার অনুসারীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল।

২০০০ : এসব সংগঠন আসলে কি ইসলামের পথে চলছে?

চরমোনাই পীর : কখনোই না। রক্তপাত করে ইসলাম কায়েম করা যায় না। রক্তপাতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ইসলাম নয়, কমিউনিস্টদের নীতি। এই নীতি কোরআনের কোথাও নেই, মাও সে তুংয়ের বইতে লেখা আছে।

২০০০ : এসব সংগঠনের লক্ষ্য যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হয়, তবে তারা আসলে কী চায়?

চরমোনাই পীর : এরা মূলত ইসলামের ধ্বংস চায়। ইসলামের শত্রুরাই এদের ইন্ধন যোগাচ্ছে। এদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করাচ্ছে। ইসলামকে একটি সন্ত্রাসবাদী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ধর্ম হিসেবে পরিচিত করাচ্ছে।

২০০০ : বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার পেছনে তাহলে কাদের হাত আছে বলে আপনি মনে করেন?

চরমোনাই পীর : আমেরিকা বা ভারত এখানকার জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দেশের ভেতরে থাকা মার্কিন ও ভারতীয় দালালরাই যে এসবের মদদদাতা তা এখন প্রায় স্পষ্ট।

২০০০ : জঙ্গি দমনে সরকার যে সংলাপের আয়োজন করেছিল, তার দাওয়াত পেয়েছিলেন?

চরমোনাই পীর : হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছিলাম। তবে আমাদের কেউ এ সংলাপে অংশ নেয়নি।

২০০০ : কেন?

চরমোনাই পীর : আসলে এই সংলাপ হচ্ছে লোকদেখানো, একতরফা। প্রধানমন্ত্রী শুধু শুনেই যাচ্ছেন, কোনো জবাব দিচ্ছেন না। জঙ্গি মদদদাতাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

২০০০ : একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আপনার আগে চরমোনাইর যে দুজন পীর ছিলেন তারা তো কেউ-ই সক্রিয় রাজনীতিতে আসেননি। আপনার হঠাৎ এ পথে আসার উদ্দেশ্য বা কারণটা কী?

চরমোনাই পীর : নানাজানের সময় রাজনীতি বলতে বোঝাতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। সে সময় রাজনীতি না করলেও ব্রিটিশদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আব্বাজানও সক্রিয় রাজনীতি করেননি কখনো। তবে অনেক ইসলামী নেতার সঙ্গে তার ওঠা-বসা ছিল। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমার রাজনীতিতে আসা। উদ্দেশ্য একটাই- এ দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করা। এ উদ্দেশ্য ইবাদতের শামিল। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের জন্ম।

২০০০ : আপনি বা আপনার সংগঠন অর্থাৎ আপনারা আসলে কীভাবে ইসলাম কায়েম করতে চান?

চরমোনাই পীর : আমরা দেশের সাধারণ মানুষকে ইসলামের মর্ম বোঝানোর চেষ্টা করছি। তাদের মগজ ধোলাই করছি। দেশের সব মানুষ বুঝদার হলেই কেবল ইসলাম কায়েম সম্ভব।

২০০০ : এই মগজ ধোলাইয়ের কাজটা কীভাবে করছেন?

চরমোনাই পীর : চরমোনাইতে বছরে দুইবার বিশাল মাহফিল হচ্ছে। এছাড়া জনমানুষকে সজাগ করে তুলতে প্রায় সার বছরই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটতে হচ্ছে আমাকে। দেশের খুব কম এলাকা আছে যেখানে আমি ওয়াজ করিনি। রাজশাহীতে বাংলা ভাইর এলাকা দুর্গাপুরেও ওয়াজ করেছি আমি।

২০০০ : এ প্রক্রিয়ায় দেশে ইসলাম কায়েম করতে আপনাদের কত সময় লাগতে পারে?

চরমোনাই পীর : এক মাসও লাগতে পারে, আবার ১০০ বছরও লাগতে পারে। সবই আল্লাহর মর্জির ওপর নির্ভর করে। আর শুধু দেশ নয়, সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি আমরা।

২০০০ : ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের বর্তমান কার্যক্রম যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন!

চরমোনাই পীর : দেশের ৬৪টি জেলায় এমনকি প্রতিটি থানাতেই আমাদের সাংগঠনিক কমিটি রয়েছে। আমরা আগামী প্রজন্মের মাঝে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। সারা দেশে আমাদের প্রায় ১৬ হাজার ভ্রাম্যমাণ স্কুল রয়েছে, যেগুলোতে কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া এখানে (চরমোনাই), খুলনা ও ঢাকায় আমাদের মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা ও ক্যাডেট মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

২০০০ : আপনাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর অবস্থা কী?

চরমোনাই পীর : আমাদের অঙ্গসংগঠন মোট তিনটি। মুজাহিদ কমিটি, ছাত্র আন্দোলন ও যুব আন্দোলন। এ তিনটিই বর্তমানে দেশের প্রায় প্রতিটি থানায় সক্রিয় রয়েছে।

২০০০ : আপনাদের সাংগঠনিক ব্যয় নির্বাহ করা হয় কীভাবে? কোনো ধরনের চাঁদা কি আদায় করা হয়?

চরমোনাই পীর : শুধু দলের নেতা-কর্মীদের মাসোহারা দিয়েই এই বিশাল ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আমার দেশী বা বিদেশী কোনো দাতা নেই। গণচাঁদাও উঠানো হয় না। দলের সচ্ছল নেতা-কর্মীদের কাছ থেকেই কেবল মাসোহারা আদায় করা হয়।

২০০০ : আচ্ছা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেউ কেউ আপনাদের আওয়ামী লীগের 'বি-টিম' বলছেন। এ ধরনের মন্তব্য কতটা যৌক্তিক?

চরমোনাই পীর : সত্য কথা বললে যাদের গায়ে লাগে, তারাই এ ধরনের মন্তব্য করে। বিগত সরকারের আমলেও এমন অপবাদ দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল আমরা বিএনপির 'বি-টিম'। আসলে সব আমলেই সরকার-বিরোধী অবস্থান আমাদের এ ধরনের অপবাদ জুটিয়ে দেয়। এবারও সরকারের সমালোচনার কারণেই আমাদের এ অপবাদ দেয়া হয়েছে। আর সমালোচনা না করে কীভাবে থাকবো বলুন? বিগত পাঁচ বছর দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। প্রথমবার এ অর্জন ছিল আওয়ামী লীগের আমলে, বাকি চারবার বিএনপির। তাই আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেছি, এখন বিএনপিরও করছি।

২০০০ : বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন নিয়ে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এ অবস্থায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

চরমোনাই পীর : বর্তমান প্রক্রিয়ায় কোনো কালেই সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে ভোট ছিনতাই, ডাকাতি, কেন্দ্র দখল ও কালো টাকার প্রভাব বিস্তার চলে। এবারও হয়তো ব্যতিক্রম হবে না।

২০০০ : তাহলে এত অনিয়মের মধ্যেও আপনারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন কেন?

চরমোনাই পীর : কী করব, আমরা তো এ দেশেরই মানুষ। তাছাড়া দেশের মানুষ যে প্রক্রিয়ায় চায় সে প্রক্রিয়াতেই নির্বাচনে যেতে হয়।

২০০০ : তাহলে আগামী নির্বাচনেও আপনাদের অংশগ্রহণ একপ্রকার নিশ্চিত?

চরমোনাই পীর : না, তা ঠিক নয়। দেশের মানুষ চাইলে নির্বাচনে যাব, নইলে যাব না।

২০০০ : এর আগে তো আপনারা এরশাদের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করেছিলেন। আসন্ন নির্বাচনেও কি তেমনি কারো সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

চরমোনাই পীর : ইসলাম ও দেশের স্বার্থ ছাড়া কোনো দলের সঙ্গে ঐক্য হবে না।

২০০০ : জামায়াত-বিরোধী ইসলামী দলগুলো নিয়ে একটি মোর্চা গঠনের চেষ্টা চলছে বলে শোনা যাচ্ছে। আপনারা কি এই মোর্চার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবেন?

চরমোনাই পীর : আমরা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করছি। কোনো দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে তা পরে জানতে পারবেন।

২০০০ : দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কি আপনার কোনো বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে?

চরমোনাই পীর : নির্বাচনে খাঁটি মুসলমান ও খোদাভীরুদের বেঁছে নেয়াই জনগণের দায়িত্ব।

২০০০ : খাঁটি মুসলমান সাধারণ মানুষ কীভাবে চিনবে? বর্তমানে দেশে এতগুলো ইসলামী দল, এর মধ্যে কোনটি আসল আর কোনটি নকল তা তারা কীভাবে বুঝবে?

চরমোনাই পীর : জনগণের বিচার করা উচিত। তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে কাদের কথায় ও কাজে মিল আছে এবং কাদের নেই। তাহলে তারা খুব সহজেই এটা বুঝতে পারবেন।

সাক্ষাৎকারের এ পর্যায়ে হাতে থাকা সাপ্তাহিক ২০০০-এর মলাট বন্ধ করে বালিশের পাশে রাখেন পীর সাহেব। বলেন, একদিনেই কি সব কথা শুনবেন? আজকে থাক, পরে একদিন আইসেন। অনেক অনুরোধের পর আর মাত্র একটি প্রশ্ন করার অনুমতি মেলে।

২০০০ : আপনার সঙ্গে ঢাকার দেওয়ানবাগী পীর সাহেবের দ্বন্দ্বের মূল কারণটা আসলে কী?

চরমোনাই পীর : তিনি ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক কিছু মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, তিনি নাকি স্বপ্নে হুজুর (সঃ)-কে ময়লা-আবর্জনার মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছেন। তিনি তাকে ইসলাম ধর্ম জাগ্রত করার আদেশ দিয়েছেন। ইসলামের নামে তার এই নও-মুসলিম প্রচারণার প্রতিবাদ করাতেই সৃষ্টি হয়েছিল দ্বন্দ্বের।